দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19 APR 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ ...

39

বেসরকারী শিক্ষার উন্নয়নে সহযোগিতা দানের তাগিদ

।। শিশির শীল ।।

বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান আরো বাড়াতে প্রয়োজনীয় সরকারী সহযোগিতা দানের তাগিদ দিয়েছে।

এ সংক্রান্ত পৃথক পৃথক প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক ও এডিবি বলেছে, দেশের সিংহভাগ শিক্ষার্থী বেসরকারী স্কুল-কলেজ হতে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। বহু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রম সন্তোষজনক। তবে অনেক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে

শিক্ষা ঃ পৃঃ ১০ কঃ ৬

শিক্ষা ঃ সহযোগিতা দানের তাগিদ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাল করতে পারছে না। এসব স্কুল-কলেজকে আর্থিকসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা গেলে শিক্ষার মান সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে আরো উন্নত করা সম্ভব বলে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়।

এতে বলা হয়, একথা ভাববার কোন কারণ নেই যে, বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলো সরকারী স্কুল-কলেজের চেয়ে শিক্ষার মান উন্নত করতে পারবে না। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত সংস্কারসহ অন্য বিষয়গুলোর ওপর জোর দেয়া হলে অদূর ভবিষ্যতেই তা হতে পারে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান।

এক জরিপের কথা উল্লেখ করে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের বেশিরভাগ বেসরকারী স্কুল-কলেজে ছাত্রশিক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করার অবকাঠামোগত ভিত্তি কম। তারপরও শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর বেশি ঝুঁকছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ইতিমধ্যে ২শ' কোটি টাকা ব্যয়ে বেসরকারী স্কুল-কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রীবৃত্তি চালু করার জন্যে সরকারকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরো মন্তব্য করা হয়, বেসরকারী শিক্ষা খাতকে যত উৎসাহিত করা যাবে ততই শিক্ষার মান উন্নত হবে। তবে দেশের সকল স্তরের শিক্ষার্থী যাতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য সেক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়নেও এগিয়ে আসা জরুরী।